কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	আলীকদম		
২। জেলাঃ	বান্দরবান		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	৫০ টি	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	০১টি
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ		৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	২৩০ জন
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ		১২.০৯.২০২১	
৮। ডিপিই'র ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ?		না	
৯। জনবহুল স্থানে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ?		হ্যাঁ	
১০। কোভিডকালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ		প্রযোজ্য নয়	
১১। অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখঃ		২৬.০৬.২০২২	
১২। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ		উপজেলা শিক্ষা অফিস, আলীকদম	
১৩। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ		ueo.alikadam@gmail.com	
১৪। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ		০১৭১১৩১৭১৫৬	

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় বিদ্যালয় কার্যক্রম চালুকরণ বিষয়ক পরিকল্পনা জমাদানকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ৫০ টি। *(একটি জমাকৃত পরিকল্পনা সংযুক্ত করুণ)*	• নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে পরিকল্পনা প্রনয়ন। • মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা অনুসরন। • বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের করনীয় সংক্রান্ত ব্যানার টাঙানো।
২.০	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় মাস্ক , হ্যান্ড সানিটাইজার সহ বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষা সামগ্রী নিশ্চিতকরণ। • ৩১ টি বিদ্যালয়ে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ক্রয় করেছে। • প্রতিটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, শ্রেনীকক্ষ ও চারপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। • বিদ্যালয় সমূহে ফার্স্ট এইড বক্স নিশ্চিতকরণ।
৩.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১৯ টি বিদ্যালয়ের বেসিনে প্রয়োজনীয় পানির ব্যবস্থা ও ৩১ টি বিদ্যালয়ে হাত ধোয়ার জন্য ট্যাপযুক্ত পানির বালতি নিশ্চিত করা হয়েছে।
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	১. সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের মোবাইল নম্বর সম্বলিত রেজিষ্টার। ২. UNO, UHFPO, UEO নম্বর ও স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকের চিকিৎসকের নম্বর সংরক্ষন। ৩. শিক্ষার্থীদের সাথে মোবাইলে যোগাযোগের রেকর্ড সংরক্ষন ।

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
	(একটি রেজিস্টারের ছবি সংযুক্ত করুণ)	
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগল মিট/জুম মিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	• সকল শিক্ষকদের নিয়ে একাধিকবার জুম মিটিং এর আয়োজন। • শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনলাইন আলোচনা। • ছোট ছোট এলাকা ভিত্তিক ভাগ করে স্বাস্থ্য বিধি মেনে সরাসরি শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ। • মোবাইল ফোনে শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ।
৬.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	• ৩১ টি বিদ্যালয়ে SLIP এর বরাদ্দ হতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ। • ১৯ টি বিদ্যালয় ব্যক্তিগত ও স্থানীয় অর্থায়নে উপরোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ।

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৩১ টি।
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	০২ জন শিক্ষক ও ০১ জন দপ্তরী কাম প্রহরী।
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	অত্র উপজেলায় কোন শিক্ষার্থীর কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	• প্রতিটি শেণীকক্ষ পরিচ্ছন্ন করা। • শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের তত্বাবধানে দূরত্ব বজায় রেখে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করানো। • সকল শিক্ষার্থীর তাপমাত্রা পরীক্ষা করা। • শিক্ষার্থীদের সাবান/হ্যান্ডওয়াশ দ্বারা হাত পরিস্কার নিশ্চিত করা। • শিক্ষক শিক্ষার্থী মাস্ক পরিধান করে বিদ্যালয়ে অবস্থান। • তাপমাত্রা বেশি হলে অভিভাবকদের অবহিত করণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে পাঠানো।
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• শিফট ভিত্তিক ব্রেন্ডেড শ্রেণি রুটিন নিশ্চিত করা হয়েছে। • নেপ কর্তৃক প্রনয়নকৃত পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ের সরবরাহ করা হয়েছে। • প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। • অধিক শিক্ষার্থী সংখ্যক বিদ্যালয়ে প্রতিটি শ্রেণীতে শাখা ভাগ করা হয়েছে। • সকল শিক্ষককে নিয়োজিত করা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোম ভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/	• গুগল মিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে। • হোম ভিজিট এবংওয়ার্কশিট বিতরনের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। • ছোট ছোট গ্রুপ করে শিক্ষকের তত্বাবধানে সরাসরি পাঠ সংক্রান্ত যোগাযোগ। • প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সাথে সপ্তাহে ১ দিন যোগাযোগ।
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যে সব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	• উপস্থিতি হার কমে গেছে। • বিদ্যালয় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা। • শিক্ষার্থীদের পড়ার প্রতি আগ্রহ কমে গেছে। • সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের এক ধরনের ভীতি। • শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক ভীতি। • স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করা।
০৮	যেভাবে বিদ্যালয়সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সার সংক্ষেপঃ	• প্রতিটি বিদ্যালয়ে মা সমাবেশের আয়োজন • স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা প্রতিপালন। • শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। • শিক্ষকগণ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ। • বাড়ীর কাজের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। • শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় মানসিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সার্বিক মন্তব্যঃ মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন/নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি কোভিড-১৯ কে বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

২৬.০৬.২০২২

মোঃ মুসাব্বির হোসেন খান
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
আলীকদম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা